ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শাহরুখের 'জাওয়ান'-এ কাজ করার সুযোগ পেলেন না কিয়ারা?

পৃঃ ৫

আয়ারল্যান্ড সিরিজে ফিরতে পারেন বুমরাহ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২০১ ● কলকাতা ● ০৫ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ২২ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

নিশীথ প্রামাণিককে জেড প্লাস

নিরাপত্তা দিল কেন্দ্র, কোচবিহারে বিজেপি বিধায়কদেরও নিরাপত্তা বাড়ল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একুশে জুলাইয়ের সকালে তৃণমূল সুপ্রিমোর বাড়িতে নিরাপত্তায় গলদের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা শেখ নূর আমিন সশস্ত্র পুলিশ পরিচয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির গলিতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে আটক করে কালীঘাট থানার পুলিশ। কিন্তু কেন এমন কাজ করলেন ওই যুবক?শুক্রবার বেলার দিকে 'পুলিশ' লেখা একটি কালো গাড়ি নিয়ে কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির গলিতে ঢোকার চেষ্টা করে এক যুবক। তবে কড়া নিরাপত্তাবেষ্টনীতে আটকে যায়। পুলিশ ওই যুবককে আটক করে কালীঘাট থানায় নিয়ে যায়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে একাধিক অস্ত্র। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম শেখ নুর আমিন। গাড়ির প্লেটের নম্বর WB06U0277, পশ্চিম মেদিনীপুরে রেজিস্ট্রেশন করা বলে জানা গিয়েছে। গাড়ির সামনে লেখা 'মানবাধিকার সুরক্ষা সংঘ' তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছে। তবে এই ঘটনায় রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল।

এরপর ৩ পাতায়

চেয়ার চাই না তৃণমূলের! বিদায় নিক বিজেপি,

'ইন্ডিয়া'য় অবস্থান স্পষ্ট মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একুশের মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় বারবার উঠে এসেছে 'INDIA' প্রসঙ্গ। বিজেপিকে আটকাতে কংগ্রেস-সিপিএমসহ বিরোধী ২৬ দলকে নিয়ে যে জোট করেছেন মমতা, সেই জোটের সমর্থনে তিনি গলা ফাটালেন কলকাতায় একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে। বিশেষজ্ঞ মহলে অনেকে আশঙ্কা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসন সমঝোতায় সিপিএম ও কংগ্রেসের সঙ্গে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কংগ্রেস ও সিপিএমের বিরুদ্ধে জোর খাটানোর অভিযোগ তুলে বেরিয়ে আসতে পারেন জোট থেকে। রাজ্য প্রাক নির্বাচনী সমঝোতা নিয়ে সমস্যা হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান।

সব পক্ষের কথা শুনে শেষে নির্বাচনোত্তর জোটের দিকে এগোতে পারে রাজ্যে বিরোধী মঞ্চ 'ইন্ডিয়া'র তিন দল। তা হলে ৪২ আসনেই লড়াই হতে পারে। আর সত্যিই জোট হলে বাম-সিপিএম ও কংগ্রেসের ভোট নিয়ে তৃণমূল ৩৪ আসনকেও ছাপিয়ে নতুন রেকর্ড গড়তে পারে।

বেঙ্গালুরুর জোট বৈঠকের পর একটা কতাও তিনি বললেন না কংগ্রেসকে নিয়ে। এমনকী সিপিএম নিয়ে কথা বললেও সুর আগের থেকে অনেক নরম।এই অবস্থায় জোটের তত্ত্ব খাঁড়া করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, আপাতত জোট করে বিজেপিকে হারানো ছাড়া দ্বিতীয় কথা তিনি ভাবছেন না। বিজেপির বিরুদ্ধে জোট করা ছাড়া উপায়ও নেই, তা বুঝে সেদিকেই ঝুঁকেছেন মমতা। মমতা তাই গলা উঁচিয়ে বলেছেন, চেয়ার চাই না, বিজেপিকে হটাতে চাই!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর গলায় বলেছেন বিরোধী মঞ্চ ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব বা প্রধানমন্ত্রী মুখ কিছুই হতে চান না তিনি। তিনি চান বিজেপিকে হারেতই এই মঞ্চের একজন হতে। এর

এরপর ৩ পাতায়

পাঁচলায় 'বিজেপির মহিলা প্রার্থীকে

নির্যাতনের ঘটনায়' লকেটের কান্না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মণিপুরের ঘটনা নিয়ে মোদী সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেও মণিপুর ইস্যুতে মোদীকে বিঁধেছেন মমতা। তার প্রায় মিনিট ৩৫ পর নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে বাংলার পরিস্থিতির সঙ্গে মণিপুরের অবস্থার তুলনা করলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়।অন্য দিকে, এই ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ডিজি মালব্য এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, "গত ১৩ জুলাই ইমেল মারফত একটি অভিযোগ দায়ের হয় হাওড়া গ্রামীণে। নির্যাতিতা অভিযোগ করেন, তাঁর কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। ১৪ জুলাই পুলিশ এফআইআর দায়ের করে। কিন্তু প্রাথমিক তদন্তে এই অভিযোগের সাপেক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।" তাঁর সংযোজন, পুলিশ বার বার নির্যাতিতা এবং তাঁর স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু তাঁদের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ডিজির কথায়, "ভিক্টিমকে মেসেজ করা হয়েছে যে আপনারা থানায় আসুন। কোর্টে গোপন জবানবন্দি দিন।" কিন্তু অভিযোগকারিণী বা তাঁর পরিবারের তরফে কোনও সাড়া মেলেনি বলে দাবি পুলিশের।অন্য দিকে, শুক্রবার বিকালেই রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য সাংবাদিক বৈঠক করে পাঁচলার ঘটনা প্রসঙ্গে জানান,

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী

আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
4. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-

what's app :- 7439971094

সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:- ২৫০ টাকা মাত্র

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই

* জীববিদ্যা
* পুষ্টিবিদ্যা
* পদার্থবিদ্যা
* শিক্ষাবিজ্ঞান
* আরবী (এম.এম)

মুকুল চমক দিয়ে গেলেন শেষবেলায়,

আবারও জল্পনার সূত্রপাত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মুকুল রায় মানেই চমক, মুকুল রায় মানেই জল্পনা। একুশে জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসে শেষবেলায় হঠাৎ ধর্মতলার সভায় হাজির হয়ে চমকে দিলেন একদা তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড মুকুল রায়। নজরও কেড়ে নিলেন মুহূর্তে। ছেলের হাত ধরে অসুস্থ শরীরেও তিনি হাজির হতেই তাঁর দিকে ঘুরে গেল ক্যামেরার ফোকাস।তৃণমূলের একটা সূত্রের দাবি, মুকুল রায়কে আনার প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোনে একপ্রস্থ কথা বলেছিলেন শুভ্রাংশু। ফলে মুকুল যে আসবেন, তা অনেকে জানতেন। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, এটাও একটা চাল। মুকুল রায় বিজেপিতে যেতে চেয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন অসুস্থ শরীরে। তা নিয়ে বিস্তর জলগোলা হয়। এদিন তাঁর উপস্থিতি সব জল্পনায় জল ঢেলে দিল।

তৃণমূল বুঝিয়ে দিল, খাতায়-কলমে বিজেপি বিধায়ক হলেও একদা সেকেন্ড ইন কম্যান্ড মুকুল রায় তৃণমূলেই আছেন। সাড়ে তিন বছর বিজেপিতে কাটিয়ে তিনি তৃমমূলে পেরেন ২০২১-এর জুনে। তারপর তাঁকে বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়। তা নিয়ে আদালতের লড়াইয়ের পর তিনি হঠাত ছেড়ে দেন পদ। এরপর স্ত্রীর প্রয়াণের শোকে মুহ্যমান মুকুল রায় নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েন।এখনও তিনি খাতায় কলমে বিজেপির বিধায়ক। বিধানসভায় স্পিকারও সেই রায় দিয়েছেন। তারপর অসুস্থ শরীরে হঠাত দিল্লি পৌঁছে তিনি ঘোষণা করে দেন বিজেপিতে যোগ দিতে যাচ্ছেন। নিজের মুখেই বলেছিলেন বিজেপিতেই আছেন তিনি। এহেন মুকুল রায় একুশে জুলাইয়ের সভাস্থলে হাজির হলেন শুভ্রাংশুর সঙ্গে।একুশে জুলাইময়ের মঞ্চে শেষ ও প্রধান বক্তা হিসেবে তখন বক্তৃতা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই একটি সাদা গাড়ি থেকে তিনি নামলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুভ্রাংশু এগিয়ে আসেন বাবার দিকে। ছেলের হাত জাপ্টে ধরেন মুকুল। হাঁটা-চলার মধ্যে শারীরিক দুর্বলতার ছাপ প্রকট। ছেলেকে ধরেই এগিয়ে যান মঞ্চের দিকে।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পরে তিনিই প্রথম বিজেপি বিধায়ক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূলে। আর তারপরই তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে। একদিন একা হাতে তিনি সামলেছেন একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ। আর আজ সেই মঞ্চের দিকে তিনি অসুস্থ শরীরে হেঁটে যাচ্ছেন। গতবারও তিনি মঞ্চে ওঠেননি, এবারও উঠলেন না। পরিচিতদের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। কেউ কেউ জানতে চাইলেন-- কেমন আছে শরীর। জবাবও দিলেন মুকুল। বললেন, শরীর আগের থেকে একটু ভালো। তবে এখন আর বাড়ি থেকে খুব বেশি বের হই না। মুকুল আবার উল্টে অনেককে বললেন, একদিন এসো না বাড়িতে। কথা হবে।মুকুল রায় ফিরে যাওয়ার সময় প্রশ্ন করা হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, জবাবে মুকুল বলেন, দেখা হয়েছে, তবে কথা হয়নি। আর শুভ্রাংশু বলেন, বাবা অসুস্থ, তবু একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে আসতে চেয়েছিলেন। তাই নিয়ে এসেছিলাম।

আই আই এ ইন্ডিয়া ক্যালকাটা চেপ্টার

জয়েন্ট অডিট কনক্লেভ এর আয়োজন করলো

Kolkata 21st July 2023: নিউজ সারাদিন : দ্য ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারনাল অডিটরস ইন্ডিয়া ক্যালকাটা চ্যাপ্টার ২১ এবং ২২শে জুলাই, ২০২৩ তারিখে তাজ বেঙ্গলে "ইন্টার্নাল অডিট: বিজনেস রিস্ক মিটিগেটর" থিমে জয়েন্ট অডিট কনক্লেভের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অভিরূপ সরকার। সমস্ত প্রধান দক্ষ প্রতিষ্ঠান আইসিএআই, আইসিএমএআই, এবং আইসিএসআই ইভেন্টটিকে সিপিই ঘন্টার ক্রেডিট বরাদ্দের জন্য স্বীকৃতি দিয়েছে। কনক্লেভে, সমসাময়িক গুরুত্বের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিভিন্ন সেশনে আলোচনা করা হল যেমন ইন্টার্নাল অডিট: ব্যবসায়িক ঝুঁকি হ্রাসকারী, চ্যাট জিপিটির ব্যবহার, পরিষেবা খাতে প্রযুক্তি: নিয়ন্ত্রণ এবং চ্যালেঞ্জ, এআই: আশীর্বাদ বা চ্যালেঞ্জ"-রাউন্ড টেবিল, পেশা পরিবর্তন করা-পেশাদারদের কীভাবে পরিবর্তন করা দরকার, ইএসজি এবং কার্যকরী শাসন ২১ শতাব্দী- ভারত উঠছে।

বিশিষ্ট বক্তাদের তালিকায় ছিলেন মিঃ অভিরূপ সরকার, (চেয়ারম্যান, ডব্লিউবি ফাইনান্সিয়াল কর্পোরেশন), মিসেস উমা প্রকাশ, (প্রেসিডেন্ট আইআইএ ইন্ডিয়া), মিঃ রঞ্জিত কুমার আগারওয়াল (ভাইস প্রেসিডেন্ট আইসিএআই,) মিঃ মনীশ গুপ্ত (প্রেসিডেন্ট আইসিএসআই), ডাঃ আতাউর রহমান, (বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর), সিএ এপি জাঙ্গিদ, মিঃ সৌরভ মিত্র, (ইডি, আইওসিএল), মিঃ রাজ মল্লিক, (ভিপি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড,) মিঃ অরূপ সরকার, (সদস্য অর্থ, ডিভিসি) এবং আরও অনেকে। মিঃ সুমন চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, আইআইএ সিসি, বলেন, "অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা-ব্যবসায়িক ঝুঁকি হ্রাসকারী" থিমটি আজ এই বিপর্যয়মূলক প্রযুক্তির যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক - সমস্ত প্রধান স্টেকহোল্ডাররা আজ কীভাবে ব্যবসার ঝুঁকি কমানো যায় তা নিয়ে ব্যাপকভাবে উদ্বিগ্ন। অব্যাহত লাভজনকতা নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষককে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ওঠা সেই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিতে হবে"।

অধিবেশনে প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি এআই এবং ব্লকচেইনের মতো নতুন প্রযুক্তি কে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় কীভাবে প্রয়োগ করবেন। শ্রী দেবাশীষ ঘোষ, চেয়ারম্যান-সম্মেলন কমিটি, আইআইএ ইন্ডিয়া ক্যালকাটা চ্যাপ্টার বলেন যে ইনস্টিটিউট অদূর ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মশালা পরিচালনা করার পরিকল্পনা করছে।

মহিলা শিশুরা এখনও আক্রান্ত হচ্ছে,

রাজ্যে আরও চার সপ্তাহ থাকুক কেন্দ্রীয় বাহিনী', হাইকোর্টে বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের আরো দশ দিন রাজ্যে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। সেই অনুযায়ী সময়সীমা আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি বলেই দাবি গেরুয়া শিবিরের।আদালত সূত্রের খবর, এই সময় প্রিয়াঙ্কা জানান, তিনি বিষয়টি কেন্দ্রকেও মেল মারফত জানিয়েছেন। সোমবার ফের এই মামলার শুনানি হবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রকে এই মামলার কপি পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাজ্যে আরও চার সপ্তাহ রাখার জন্য কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানাল বিজেপি।

এই বিষয়ে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল।আদালতে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'এখনও বিভিন্ন জায়গায় মহিলা শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে। বিজেপি কর্মীরা ঘর ছাড়া। বহু এলাকায় এখনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে। তাই রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থেই আরও চার সপ্তাহ কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হোক।

এরপরই প্রধান বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানম বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে।

তাই এই পরিস্থিতিতে আমরা কোনও নির্দেশ দিতে পারব না। তবে আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে পারি। তার পরে বাহিনী রাখবেন কিনা, সেটা তাদের উপর নির্ভর করছে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

প্রধানমন্ত্রী ২২ জুলাই রোজগার মেলার মাধ্যমে

সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও শাখায় ৭০ হাজার নবনিযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগপত্র প্রদান করবেন

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২২ জুলাই, ২০২৩-এ সকাল ১০.৩০ মিনিটে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে সদ্য নবনিযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগপত্র প্রদান করবেন। অনুষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশে ভাষণও দেবেন প্রধানমন্ত্রী। সারা দেশে ৪৪টি স্থানে রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হবে। সারা দেশ থেকে নির্বাচিত প্রার্থীরা যোগ দেবেন রাজস্ব দপ্তর, আর্থিক পরিষেবা দপ্তর, ডাক দপ্তর, বিদ্যালয়-শিক্ষা দপ্তর, উচ্চশিক্ষা দপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক, কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, জলসম্পদ দপ্তর, কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সহ কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক মন্ত্রক / দপ্তরে।

দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় অঙ্গীকার পূরণের এক বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে আয়োজিত হবে এই রোজগার মেলা। আরো কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে রোজগার মেলা বিশেষ অনুঘটকের কাজ করবে বলে মনে করা হচ্ছে এবং যুবদের ক্ষমতায়ন ও দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণে অর্থপূর্ণ সুযোগ করে দেবে।

যে সমস্ত প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে তাঁরা iGOT কর্মযোগী পোর্টালে অনলাইনে 'কর্মযোগী প্রারম্ভ'-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন।

শিল্পে বিনিয়োগে আনতে নয়া প্রকল্প রাজ্যের,

আগামী মাসেই শুরু 'শিল্প সমাধান'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যের নজরে শিল্পায়ন। আর তার জন্যই এবার নয়া কর্মসূচি আনছে রাজ্য। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতরের মাধ্যমে শিল্পায়নের লক্ষ্যে বড় বিনিয়োগের অপেক্ষায় বসে না থেকে "শিল্প সমাধান" নামক এক প্রকল্প নিয়ে আসা হচ্ছে। তাই এবার কৃষি ভিত্তিক ছোট শিল্প বিকাশে গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য।

রাজ্যে কৃষি ক্ষেত্রে মজুরের সংখ্যা কমছে। ইতিমধ্যেই সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামের বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাস্টম হায়ারিং সেন্টার খোলা হয়েছে। যারা ট্রাকটার থেকে ধানের চারা রোপন, ধান কাটা-সহ কৃষি উতপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি কিনে ভাড়া দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। এতে কৃষির উতপাদন খরচ কমেছে। রাজ্য সরকার বেকারদের কর্মসংস্থানের

এরপর ৩ পাতায়

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

পাঁচলায় 'বিজেপির মহিলা প্রার্থীকে নির্যাতনের ঘটনায়' লকেটের কান্না

ওই ঘটনায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। কিন্তু অভিযোগকারিণী তাঁর অভিযোগ মতো শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন দেখাতে পারেননি। ইমেল মারফত অভিযোগ দায়ের পর একাধিক বার অভিযোগকারিণী এবং তাঁর পরিবারকে পুলিশ ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু তাঁদের কোনও সাড়া মেলেনি।শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে লকেটের সঙ্গে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তাঁদের বক্তব্য, বাংলায় মহিলাদের অবস্থা মণিপুরের মতো। এ রাজ্যেও মহিলাদের উপর অত্যাচার হয়। আক্রমণ হয়। কিন্তু সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয় না। বাংলায় মহিলাদের পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে রীতিমতো কেঁদেই ভাসালেন লকেট। তাঁর কথায়, 'মণিপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। খুব কষ্ট হচ্ছে। যে ভিডিয়ো সামনে এসেছে, তা অত্যন্ত কষ্টকর। আর বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের নাম করে যে খুন-সন্ত্রাস এবং মহিলাদের উপর নির্যাতন হল, সেটাও কষ্টের। সেটাও বাংলার একটি চিত্র।' লকেটের সংযোজন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও বার বার বাংলায় মহিলাদের নির্যাতিত হতে হয়। ৮ জুলাই পাঁচলায় এক মহিলা প্রার্থীকে বুথের ভিতর ঢুকে বিবস্ত্র করে তাঁর গোপনাঙ্গে হাত দেওয়া হয়েছে। ডোমজুড়ে তৃণমূলের প্রার্থীর কাউন্টিং রুমের মধ্যে ঢুকে অত্যাচার করা হয়েছে। এফআইআর হয়েছে দুটি ক্ষেত্রেই। আসলে ওখানকার কোনও ভিডিয়ো হয়নি। কেউ ভিডিয়ো করতে পারেননি। সেখানে তো কেউ ঢুকতেই পারেননি। কারণ, সেখানে বন্দুক নিয়ে ছিলেন সকলে। গণনাকেন্দ্রের মধ্যেই মহিলার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে নগ্ন করা হয়েছে। এর কোনও বিচার হবে না?' এই কথা বলতে বলতেই কেঁদে ফেলেন বিজেপি সাংসদ। কালিয়াগঞ্জ ধর্ষণকাণ্ড প্রসঙ্গ তুলে ধরে লকেট বলেন, 'কালিয়াগঞ্জে এক রাজবংশী মহিলাকে অত্যাচার করে খুন করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছে দেহটা। সেটার ভিডিয়ো অবশ্য সামনে এসেছে। আমরাও মহিলা। আমাদের (বাংলার) মেয়েরা কোথায় যাবেন। আমরাও তো বাংলার মেয়ে। মণিপুরেও দেশের মেয়ে রয়েছে। আমরাও দেশের মেয়ে। প্রধানমন্ত্রী মণিপুরের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন।" বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেলেন তিনি। কাঁদো কাঁদো স্বরে লকেট বলেন, 'ভিডিয়ো যখন ভাইরাল হবে, তখনই আমরা কথা বলব? মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হয়েও চুপ রয়েছেন।' তাঁর সংযোজন, 'মুখ্যমন্ত্রী কোনও ঘটনা দেখলেই বলবেন, 'ছোট ঘটনা।' নির্বাচনে ৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মুখমন্ত্রী বললেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। মহিলাদের সঙ্গে কিছু হলেই উনি বলে দেন প্রেম ছিল। প্রেম থাকলে কি নির্যাতিত হতে হবে? আমরা কোথায় যাব?' শেষে তাঁর সংযোজন,মণিপুরের যা পরিস্থিতি, বাংলারও তাই পরিস্থিতি। উনি (মমতা) লোক পাঠান মণিপুরে, আগে বাংলাকে সামলে নিন। পরে মণিপুরে যাবেন।'উল্লেখ্য, বুধবার হাওড়ার আমতায় এসেছিল বিজেপির মহিলাদের নিয়ে তৈরি তথ্যানুসন্ধান দল। পঞ্চায়েত ভোটের পর বাংলায় মহিলাদের উপর হিংসার অভিযোগ খতিয়ে দেখেন পাঁচ সদস্য। ওই দিনই মণিপুরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে তার পরে মণিপুরের একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ঘটনা নিয়ে ধর্মতলার মঞ্চ থেকে মোদী সরকারকে একযোগে আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রেক্ষিতে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন লকেট। পরে তিনি বলেন, 'আমি ক্ষমা চাইছি, আমি একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এটাই বাংলার পরিস্থিতি।'

১-ম পাতার পর

একুশে জুলাইয়ের সকালে তৃণমূল সুপ্রিমোর বাড়িতে নিরাপত্তায় গলদের অভিযোগ উঠেছে

শেখ নূর আমিন পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা। গত তিনবছর ধরেই তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ। অবসাদে ভুগছিলেন। কলকাতায় এক চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা চলছিল নূর আমিনের। নিয়মিত তাঁকে ওষুধও খেতে হত।এমনটাই জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী পুনম বিবি। সপ্তাহের অধিকাংশ দিন কলকাতাতেই থাকতেন।সপ্তাহের দুদিনের জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরে ফিরতেন।তবে তাঁর স্ত্রী পুনম বিবি বাপের বাড়িতেই থাকতেন। পুনম বিবি আরও জানিয়েছেন, আমিন ছিলেন ইন্টিরিয়র কন্ট্রাকটর। বিএসএফে কিছু মালপত্র সরবরাহ করেছিলেন। সেই সূত্রেই পরিচয়পত্র জোগার করেছিলেন বলে প্রাথমিক ধারনা। এদিন কলকাতা ঘটনা ঘটার পরই কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাঁর স্ত্রীকে তলব করেছিল। থানায় গিয়ে সবটা জানিয়ে এসেছেন আমিনের স্ত্রী। অভিযুক্তর দুই সন্তান রয়েছে। তাঁদের কন্যাসন্তানের মৃত্যু হয়েছিল আগেই।

১-ম পাতার পর

চেয়ার চাই না তৃণমূলের! বিদায় নিক বিজেপি, 'ইন্ডিয়া'য় অবস্থান স্পষ্ট মমতার

আগে কংগ্রেসও ফলাও করে বলে দিয়েছিল, কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী পদে কোনো আগ্রহ নেই। এদিন মমতা বললেন, নেতৃত্ব বা পদ চাই না।বিজেপিকে হটানোই যে বিরোধী মঞ্চ 'ইন্ডিয়া'র মূল উদ্দেশ্য তা বোঝাতেই মমতা ফলাও করে বলেছেন এ কথা। আসলে নেতৃত্ব হোক বা প্রধানমন্ত্রী পদ, সবই পরের কথাষ। আগে জোটের সলতে পাকানোটা জরুরি। তা করতে যাতে কোনও সংকট তৈরি না হয়, সেটাই সাবধানকতা অবলম্বন করে এগোতে চাইছে সবাই।

এখন যদি জোট হয়, তবে সিপিএম বা কংগ্রেসের সঙ্গে রাজ্যে আসন সমঝোতার কী হবে, সেই প্রশ্ন রয়েই যায়। পরিস্থিতি এমন না হল, সমঝোতা করতে গিয়ে জোটটাই কেঁচে গেল। শেষ অবধি প্রাক নির্বাচনী জোট ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারেন যে কেউ, সেই সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

নাগরিকদের রোষের মুখে পড়েছেন রাষ্ট্রনেতারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত বছর থেকে চরম আর্থিক সঙ্কটে ভুগছে শ্রীলঙ্কা। নাগরিকদের রোষের মুখে পড়েছেন রাষ্ট্রনেতারা। এহেন পরিস্থিতে, দু'দিনের সফরে ভারতে এলেন দ্বীপরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রণিল বিক্রমাসিংহে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস ভারতের।প্রসঙ্গত, ২০২২ সাল থেকে আর্থিক দুর্দশায় ডুবে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। সে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষে এবং প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষের বিরুদ্ধে চরমে ওঠে ক্ষোভ। বাড়িছাড়া হন দু'জনেই। এরপর দেশের হাল ধরেন রণিল বিক্রমাসিংহে। সেই সময় 'বন্ধু দেশে'র পাশে দাঁড়ায় মোদির ভারত। প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থসাহায্য করে নয়াদিল্লি।

তারপরই জানা গিয়েছিল জুলাইয়ে ভারত সফরে আসবেন বিক্রমাসিংহে। এখানে তিনি দেখা করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাষ্ট্রপতি দৌপদী মুর্মুর সঙ্গে। সেই পরিকল্পনা মতোই এদিন সাক্ষাত হল মোদি ও বিক্রমাসিংহের। এরপরই আরও একবার বন্ধু রাষ্ট্রের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থাকার আশ্বাস দিল ভারত।সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০ জুলাই ভারতে এসে পৌঁছন বিক্রমাসিংহে।২১ জুলাই দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে এ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। একাধিক বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়।

এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন, 'গত বছর থেকে আর্থিক কষ্টে ভুগছে শ্রীলঙ্কা। এই দুর্দিনে বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আগামী দিনে কাজ করবে ভারত।' তিনি আরও জানান, 'শ্রীলঙ্কায় ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেম চালু করার বিষয়ে একটি চুক্তি করা হবে যাতে দুই দেশের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি আরও মজবুত হয়। নিরাপত্তা ক্ষেত্রে উন্নতির স্বার্থে দুই দেশ একযোগে কাজ করবে। পর্যটন, উচ্চশিক্ষা, ব্যাবসা সব ক্ষেত্র মিলিয়ে যাতে দুই দেশের আর্থিক উন্নতি হয় সে দিকে নজর রাখা হবে। খুব শীঘ্রই আর্থিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আলোচনা করা হবে।'

বাংলাদেশে বিএনপি - জামায়াত দেশের সম্পদ ধ্বংস ও লুটপাট করতে জানে জনগণের সেবা করতে জানে না : শেখ হাসিনা

শ্যামল সান্যাল . ঢাকা, বাংলাদেশ, ২১ জুলাই ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীকে বিএনপি-জামায়াতের হাত থেকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তারা কেবল ধ্বংস করতে জানে, দুর্নীতি ও লুণ্ঠন করতে জানে কিন্তু জনগণের সেবা করতে জানে না।

তিনি বলেন, তারা (বিএনপি-জামায়াত) ধ্বংস করতে জানে, কিছু তৈরি করতে জানে না, মানুষের সেবা করতে জানে না, তারা শুধু দুর্নীতি ও লুটপাট করতে জানে এবং সেই সাথে স্বার্থ পূরণ করতে জানে।'

প্রধানমন্ত্রী আজ ২১ জুলাই আখাউড়া-লাকসাম ডাবল ট্র্যাক প্রকল্পের অধীনে নবনির্মিত ৭২ কিলোমিটার ডুয়েল-গেজ ডাবল রেললাইনে ট্রেন চলাচলের উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন।

তিনি তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কুমিল্লার লাকসামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

শেখ হাসিনা বলেন, সরকার বিএনপি-জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দেবে না, তবে কোনো ধবংসাত্মক কর্মকান্ডের পুনরাবৃত্তি হলে তাদের ছাড় দেয়া হবে না।

২০১৩-২০১৫ সময়কালে বিএনপি জামায়াত চক্রের দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, 'আমরা তাদের রাজনীতি করতে বাধা দেব না এবং করছিও না। কিন্তু, তারা আবার রেলে আগুন দিলে বা জনগণের কোনো ক্ষতি করলে রেহাই পাবে না।' তিনি বলেন, সর্বত্র ক্যামেরা থাকবে এবং কোনো ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড করলে দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।

সন্ত্রাসী বিএনপি-জামায়াতের হাত থেকে রক্ষা পেতে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

তিনি আরো বলেন, আমরা তাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে চাই।

নবনির্মিত ৭২-কিমি ডুয়েল-গেজ ডাবল ট্র্যাকের সাথে পুরো ৩২১-কিমি ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরটি একটি ডাবল লাইনে পরিণত হয়েছে, যার পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ভ্রমণের সময় ৩০ মিনিট থেকে এক ঘন্টা সাশ্রয় হবে।

লাকসাম প্রান্ত থেকে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজনের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এমপি এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এমপি এবং বাংলাদেশে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন গিন্টিং বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং রেলওয়ে সচিব ড. হুমায়ুন কবির স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নের ওপর একটি অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি একটি সন্ত্রাসী দল। বিএনপি সন্ত্রাস ছাড়া কিছুই বোঝে না।' বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের অপকর্ম ও নিষ্ঠুরতার কথা ও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি আরো বলেন, জিয়াউর রহমান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যার পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সাধারণ মানুষ হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

শেখ হাসিনা আরো বলেন, জিয়ার স্ত্রী (বেগম খালেদা জিয়া) যখন ক্ষমতায় আসেন, তিনিও মানুষ হত্যা ছাড়া কিছুই বোঝেন নি।

সরকার প্রধান আরও বলেন, 'আওয়ামী লীগের ২১,০০০ এরও বেশি নেতাকর্মীকে তারা (বিএনপি) হত্যা করেছিল এবং তার (খালেদা জিয়া) শাসনামলে বিপুল সংখ্যক মানুষের ওপর ব্যাপক দমনপীড়ন ও নির্যাতন চালানো হয়েছিল।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'এই সন্ত্রাসী দলের (বিএনপি) একমাত্র কাজ ধ্বংস করা।'

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, বিএনপি ২০১৩-২০১৫ সাল পর্যন্ত যাত্রীসহ বাস ও ট্রাক চালক ও হেলপারসহ ৩ হাজার ৮২৪টির বেশি গাড়ি পোড়ায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচন বানচাল করতে বিএনপি-জামায়াত তাদের অগ্নিসংযোগের সময় ২৯টি স্থানে রেলওয়েতে আগুন দিয়েছে।

তিনি আরো বলেন, বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে অনেক ট্রেন চলাচল স্থগিত করা হয়েছিল, কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার সাধারণ মানুষের জন্য ট্রেন যাত্রা আরামদায়ক এবং ব্যয়-সাশ্রয়ী বিবেচনায় এই খাতের উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সরকার প্রধান বলেন, তাঁর সরকার রেল খাতে বরাদ্দ বাড়াতে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করেছে।

তিনি আরো বলেন, 'গত সাড়ে ১৪ বছরে আমরা ৭৪০ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মাণ করেছি, ২৮০ কিলোমিটার মিটার-গেজ রেলপথকে ডুয়েল-গেজে রূপান্তরিত করেছি এবং ১,৩০৮ কিলোমিটার রেললাইন পুনঃস্থাপন বা পুনর্নির্মাণ করেছি।'

শেখ হাসিনা বলেন, এ ছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১২৬টি নতুন স্টেশন ভবন নির্মাণ, ২২৩টি স্টেশন ভবন পুনর্নির্মাণ, ৭৩২টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ এবং ৭৭৪টি রেলসেতু পুনর্নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, তাঁর সরকার ২০০৯ সাল থেকে ১১১টি লোকোমোটিভ, ৫৮৮টি যাত্রীবাহী গাড়ি ও ৫১৬টি ওয়াগন (পণ্য বহনের জন্য) সংগ্রহ করেছে।

তিনি বলেন, 'আমরা বিভিন্ন রুটে ১৪৩টি নতুন ট্রেন চালু করেছি।'

শেখ হাসিনা আরও বলেন, সরকার আঞ্চলিক ও স্থানীয় রেল যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক বাড়াতে বেশ কিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা নতুন আরো ৪৬টি ব্রড-গেজ লোকোমোটিভ, নতুন আরো ৪৬০টি ব্রড-গেজ যাত্রীবাহী কামরা, ১৫০টি নতুন মিটার-গেজ যাত্রীবাহী বগি, নতুন ১২৫টি আধুনিক লাগেজ ভ্যান ও ১ হাজার ৩১০টি নতুন ওয়াগন সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।'

২ পাতার পর

শিল্পে বিনিয়োগে আনতে নয়া প্রকল্প রাজ্যের, আগামী মাসেই শুরু 'শিল্প সমাধান'

লক্ষ্যে এধরনের সেন্টার খোলার জন্য ঋনের ওপর ভর্তুকি দিয়ে উতসাহিত করতে চায়। এছাড়াও রাজ্যে কৃষিজাত পণ্যে পর্যাপ্ত গুদাম ও হিমঘর নেই। করোনাকালে হোম সার্ভিসের বাজার তৈরি হয়েছে। তাই প্যাকেজিং, সর্টিং ও গ্রেডিং সেন্টারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগে উতসাহিত করতে চায় রাজ্য। কৃষি পরিকাঠামো তহবিলকে ব্যবহার করতে আজ 'শিল্প সমাধান'-এর লক্ষ্যে স্টার্ন্ডাড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) প্রকাশ করা হল। এই ধরনের শিল্পে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগে ঋনের ওপর সুদে ৩ শতাংশ ভর্তুকি দেবে সরকার। মূলত ডাল কল, চাল কল, তেল কল, গুদাম, হিমঘর, কাস্টম হায়ারিং সেন্টার, সর্টিং ও গ্রেডিং ইউনিট,প্যাকেজিং ইউনিট, সাইলো, জৈব চাষের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত প্রয়োজনে এই প্রকল্পের সরকারি সুবিধা পাবে। রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছে, বেসরকারি শিল্পদ্যোগী ছাড়াও, কৃষি উতপাদক সংস্থা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, কৃষক, প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিও কৃষিজাত বিনিয়োগে শিল্প সমাধান প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন জানাতে পারবে। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য কৃষি পরিকাঠামো তহবিল(এআইএফ) শিবির খোলা হবে।

আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের প্রথমেই সেখানে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ওই রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে প্রকল্প রিপোর্ট-সহ ঋনের জন্য আবেদন করতে হবে। এআইএফ এই প্রকল্প রূপায়ণে বিনিয়োগকারীদের জমির মিউটেশন থেকে শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত ছাড়পত্র পাইয়ে দিতে সাহায্য করবে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২০১ সংখ্যা ২২ জুলাই, ২০২৩ শনিবার ০৫ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বিজেপির ঘেরাও কর্মসূচি ঘিরে বিক্ষিপ্ত গোলমাল

তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের পাল্টা শুক্রবার রাজ্য জুড়ে বিডিও অফিস ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। সেই অভিযান ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল বেশ কয়েকটি জায়গায়। কোথাও বিডিওকে স্মারকলিপির সঙ্গে উপহার দেওয়া হল চুড়ি। কোথাও আবার বিডিওকে 'সংবর্ধনা' দিতে নিয়ে যাওয়া হল 'কালো মিষ্টি এবং গোলাপ'ও।উত্তরবঙ্গেও বিজেপির কর্মসূচি ঘিরে গোলমাল হয়েছে। কোচবিহার-১ ব্লকের ঘুঘুমারি বিডিও অফিসে পুলিশ-বিজেপির মধ্যে বাদানুবাদে উত্তেজনা তৈরি হয়। বিডিও অফিস থেকে ২০০ মিটার দূরেই বিজেপির মিছিল আটকে দেওয়া হয়। কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "পঞ্চায়েত ভোটের দিন ভোট লুট, সন্ত্রাস, ছাপ্পা ভোট ও গণনার কারচুপির প্রতিবাদে এই আন্দোলন ও ডেপুটেশন কর্মসূচি ছিল। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসন দিয়ে আমাদের আটকে দিয়েছে। যাতে আমরা বিডিও অফিস চত্বরে যেতে না পারি। ভোটে যারা চুরি করেছে, তারাই আমাদেরকে আটকে দিচ্ছে। এ ভাবে আমাদের আটকানো যাবে না। আগামী দিনে সকল মানুষের স্বার্থে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বিজেপি।" এ ছাড়াও মালদহের চাঁচল-১ এবং মানিকচক ব্লকে বিজেপির কর্মসূচি ঘিরে খানিক অশান্তি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ওই দু'টি জায়গায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী।১৪৪ ধারা জারি থাকায় বিডিও অফিসের বাইরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষও হয়েছে কোথাও কোথাও। বিজেপির দাবি, পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে রাজ্য জুড়ে তাদের বেশ কয়েক জন কর্মী-সমর্থক জখম হয়েছেন। বিশৃঙ্খলার অভিযোগে কিছু জায়গায় আটকও হয়েছেন গেরুয়া শিবিরের কর্মীরা।

পঞ্চায়েত ভোটে 'সন্ত্রাস ও ভোট লুটের' অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানিয়ে কলকাতার বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে গত বুধবার বিডিও অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দেয় বিজেপি। ভোটের গণনা পর্বে বিডিওদের ভূমিকা নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, তার প্রেক্ষিতে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশে ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এর পর বৃহস্পতিবার রাতে জেলায় জেলায় বিডিও অফিসের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারির নির্দেশ দেওয়া হয়। তার পরেও শুক্রবার ঘোষিত কর্মসূচি সফল করতে বিভিন্ন জায়গায় বিডিও অফিসের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা।বাঁকুড়ার ২২টি ব্লকেই এই বিক্ষোভ চলেছে। কিন্তু ১৪৪ ধারা জারি থাকায় সব জায়গাতেই বিডিও অফিসে ঢোকার বহু আগেই বিজেপির মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। যেখানে মিছিল আটকে দেওয়া হয়, সেখানেই বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করেন কর্মী-সমর্থকেরা। পরে অবশ্য প্রতিটি ব্লকের বিডিওর সঙ্গে দেখা করেই স্মারকলিপি জমা দেন দলীয় নেতারা। বিক্ষোভ চলাকালীন ওন্দা ব্লকের বিজেপি নেতা স্বরূপ ঘোষ বলেন, "দ্রুত এই সন্ত্রাস বন্ধ না হলে এবং কারচুপি হওয়া বুথগুলিতে পুনর্নির্বাচনের কথা বিডিও ঘোষণা না করলে, আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।"বিজেপির কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়ার বিডিও অফিসের সামনে। সেখানেও ১০০ মিটার আগে বিজেপির মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। সেই সময় বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে তাঁদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। এই ঘটনার পরেই বিডিও অফিসের সামনে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দু'জন বিজেপি কর্মীকে আটকও করা হয়েছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, মহিলাদের গায়ে হাত দিয়েছেন পুরুষ পুলিশকর্মীরা। পুলিশের তরফে অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়া বিডিও অফিস চত্বরেও পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বিজেপি কর্মীদের। বিজেপি নেতা তাপস রায় বলেন, "মনোনয়ন থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণ এবং গণনার দিন পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে লুট হয়েছে।" রানিগঞ্জ, সালানপুর, বরাবনি বিডিও অফিসের সামনেও বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। সালানপুর, জামুড়িয়ার দুই বিডিও-ই জানান, কিছু দাবি নিয়ে বিজেপি প্রতিনিধি দল তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের দাবিদাওয়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

বীরভূমের খয়রাশোলের বিডিও অফিসে বিক্ষোভের পর স্মারকলিপি জমা দিতে গিয়ে চুড়ি উপহার দিলেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। সেই সঙ্গে বিডিও অফিসের গেটেও চুড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অন্য দিকে, উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া-১ এবং ২ ব্লকের বিডিও অফিসের সামনেও বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। ওই দু'টি ব্লকের বিডিওর জন্য নিয়ে যাওয়া হল কালো মিষ্টি আর গোলাপ। ঘটনাচক্রে, হাবড়া-২ ব্লকের তিন বুথে মোট ভোটারের চেয়ে বেশি ভোট পড়েছে, এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিডিও শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে কলকাতা হাই কোর্ট। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরের বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয়। বিজেপির দাবি, পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। তাতে বেশ কয়েক জন মহিলা কর্মী-সমর্থক আহত হয়েছেন। তাঁদের সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মানুষ মায়ের পেটে থেকে কিছু শিখে আসে না!জন্ম নেওয়ার পর থেকেই এই পৃথিবীর বুকে বড় হওয়ার সময় তার বিবেক, বুদ্ধি ,বিবেচনা, বিশ্লেষণ মধ্য দিয়ে সঠিক শিক্ষা অর্জন করে ।পৃথিবীর বুকে যত পাণ্ডিত্য জন্মগ্রহণ করেছে, তারা জন্মানোর পর হইতে পণ্ডিত হয়নি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাদলবাতাসময় শহরের রাস্তায় শুধু কালো-কালো মাথা, হাতে দলীয় পতাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২১ জুলাই বৃষ্টি হবেই-- অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ। অনেকটা যেমন সেই বাঙালি মা-মাসিরা বলে থাকেন-- 'ওরে দশহরার দিন একটু বৃষ্টি হবে রে', 'রথযাত্রার দিন বৃষ্টি হবেই'। অনেকটা যেন তেমনই!তা, কথা সত্যিও হল বটে, বৃষ্টি তো পড়ল! তখন মঞ্চে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আজকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আগামী লোকসভা ভোটে এনডিএ-র সঙ্গে লড়ার জন্য কদিন আগেই যে বৃহত্তর মঞ্চে সামিল হয়েছেন, ২৬টি দলের সেই সর্বভারতীয় জোটের কথা এদিনের মঞ্চ থেকে বলেছেন। সমবেত কর্মী-সমর্থকেরা সেই প্রতিজ্ঞাও নিয়েছেন। কিন্তু সব প্রতিজ্ঞা-স্মরণ-শপথ-নীরবতার মধ্যেই যেন উঁকি দিয়ে গিয়েছে বিপুল বহরের এক রাজনৈতিক সমাবেশে সামিল হওয়ার খুশি-আনন্দ-উজ্জ্বলতা। যার ছবি সারাদিন ধরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকল এ শহরের পথে-পথে।তিনিও ভিজলেন, ছাতা নিলেন না মাথায়। কথা বলে চললেন, তাঁর স্বভাবসুলভ ঝাঁজালো ভাষণে তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে মাতিয়ে দিলেন, আবার আশ্চর্যজনক ভাবে, ওই বিপুল জনসমষ্টিকে ১ মিনিট নীরবতাও পালন করালেন-- মণিপুরে অপমানিত নির্যাততার স্মরণে, বাংলার পঞ্চায়েত ভোটে নিহত রাজনৈতিক কর্মীদের স্মরণে।কিন্তু তার আগে? তার আগে এ শহরের ছবিটা কেমন?

ছবিটা একেবারেই অন্যরকম। তিরিশটি বছর কি এরকমই চলছে? রাস্তাঘাটে একটা অন্যরকম উন্মাদনা। হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে ছুটছেন রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকেরা। গাড়িঘোড়া আছে বটে শহরের রাস্তায়, কিন্তু তেমন যেন তাড়া নেই। কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেয়ই ধর্মতলার মোড়ে তখন সমাবেশে ভিড়। বাড়ছে। গোটা শহর যেন সেই দিকেই। শুধু শহর কেন, গত দুদিন ধরে তো জেলাগুলোও শহরমুখী।আজ রোদ নেই। বাদলবাতাস ঝিরঝির করে বইছে শহরজুড়ে। শহর জুড়ে খণ্ড খণ্ড শহিদস্মৃতি দিবসের নানা ছবি। উল্টোডাঙার সামান্য আগে, ১৫ নম্বরের কাছে, দেখা গেল এক সদ্য তরুণ, তাঁর হাতে তৃণমূলের পতাকা, তিনি দৌড়চ্ছেন। তখন খান্নামুখী একটি ছোট টেম্পো যাচ্ছিল তাঁর পাশ দিয়ে। গাড়িও থামল, ওই সমর্থকও থামলেন। এক সেকেন্ড পরেই সমর্থকের হাতের পতাকা চলে গেল ওই গাড়ির জানলায়। জানলায় সেটা বেঁধেই টেম্পো ছুটল।

আজ শহরের সব রাস্তার পাশেই বড় বড় বাস দাঁড়িয়ে। যাঁরা সমাবেশে পৌঁছতে পেরেছেন, তাঁরা পেরেছেন, যাঁরা পারেননি, তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় জটলা করে দাঁড়িয়ে। রান্না হচ্ছে, বাতাসে রান্নার গন্ধ। মুখে খুশির ভাব। যদিও এগুলি সব ছোট জমায়েত। জেলা থেকে যাঁরা বড় দল পাকিয়ে এসেছেন তাঁদের রাখার ব্যবস্থা হয়েছে শহরেরই বিভিন্ন জায়গায়। ক্যাম্পের মতো ব্যবস্থা। রান্না-বান্না চলছে, খাওয়া-দাওয়া চলছে। শহিদ দিবস ঠিকই। কিন্তু একটা আনন্দের আন্ডারটোনও এদিন থাকে। শহিদস্মৃতি তর্পণ হয় বটে, কিন্তু যাঁরা কোনওদিন শহরের মুখ দেখেননি, পা রাখেননি কলকাতায়, তাঁরা একটু ভ্রমণের স্বাদও নেন। শহরটা ঘুরে দেখে নেন কিছুটা। মেট্রোয় চাপেন। রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা নিয়ে শহরে পা রাখলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের মোড অফ অপারেশন যেন বদলে যায়। একটা যেন পিকনিক ভাব।

কিন্তু যাই হোক, এদিন কিন্তু কলকাতা জুড়ে শুধু কালো কালো মাথা। রাজনৈতিক নেতারা যেটা চান, ঠিক সেটাই। সাদা মাথার ভিড় নয়, কুচকুচে কালো মাথার ভিড়। বহু বছর আগে, তখন-বামফ্রন্ট নেতা রেজ্জাক মোল্লা একটু-একটু করে স্বদলের সমালোচনায় লগ্ন হচ্ছেন, বুদ্ধদেব-মডেলকে নস্যাত করছেন,তখন তিনি খুব তাতপর্যময় একটা কথা বলেছিলেন-- 'কালো চুলের মদ্দ ছেলি'! এঁরাই আসলে যে কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পদ। আজকের শহর-কলকাতা দেখে সে-কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। যে দিকে দৃষ্টি যায়, যত দূর যায় শুধু কুচকুচে কালো চুলের তরুণ ব্রিগেড-- ঠিক ওই 'কালো চুলের মদ্দ ছেলি'! কেননা, এঁরাই তো গায়েগতরে খেটে গ্রামে-গ্রামে, শহরে-জনপদে গঞ্জে-নগরে যে কোনও দলকে বাঁচিয়ে রাখে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, এ রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে এখন ঠিক সেই গোষ্ঠীটাই রয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, চলে এসেছেন তৃণমূলের পতাকাতলে। আজকের ২১-এর সমাবেশে তাঁদেরই স্বাভাবিক স্বতঃপ্রণোদিত অংশগ্রহণে উজ্জ্বল শহরের পথ-রাজপথ, পার্ক-গলি, লেন-বাইলেন।

এমন একটি জনসভা যেজন্য আয়োজিত হয় তার মূল কারণের সূত্রে আবহাওয়ায় বিধুরতা থাকেই, তবুও সমাবেশের মধুরতাও যেন থেকে যায় কোনও ভাবে। তাই যেন কিছুটা ধন্দে পড়ে একালের প্রজন্ম। তাদের কাছে ২১ জুলাইয়ের ঘটনা বা তাতপর্য তত স্পষ্ট হয়ে হয়তো ধরা দেয় না। আসুন আজকের দিনে একবার পিছন ফিরে তাকানো যাক:১৯৯৩ সাল। তখনও তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম হয়নি। হবে আরও ৫ বছর পরে। তখন রাজ্যে যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে তখন বামফ্রন্ট সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে সচিত্র ভোটার কার্ডের দাবি তোলেন মমতা। সেই দাবি নিয়েই মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছিল যুব কংগ্রেস। দিনটি ছিল ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই। সেদিন সকাল ১০টা থেকেই জমায়েত শুরু হয়। মোট পাঁচটি এলাকা দিয়ে মিছিল করে এগোতে থাকেন যুব কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা। রাস্তায় নামেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন সৌগত রায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, মদন মিত্রের মতো নেতারা। এদিকে যুব কংগ্রেসের মহাকরণ অভিযানকে আটকাতে যথারীতি পথে নামে পুলিসও। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় তৈরি হয় ব্যারিকেড। আর বাধা পেয়েই উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। বিভিন্ন জায়গায় পুলিসের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় আন্দোলনকারীদের। প্রায় খণ্ডযুদ্ধের পরিস্থিতি। অভিযোগ, পুলিসকে লক্ষ্য করে শুরু হয় ইট ও পাথরবৃষ্টি। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পাল্টা কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিসও। ব্রেবোর্ন রোডে চলছিল এরকমই এক ধাক্কাধাক্কি এবং কাঁদানে গ্যাস ছোড়ার পরিস্থিতি। সেখানে ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় মেয়ো রোড ও রেড রোডের সংযোগস্থলও। বোমাবাজি হয় বলেও অভিযোগ। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় পুলিসের ভ্যানে। অভিযোগ, পুলিসের দিকে মারমুখী হয়ে ছুটে যান যুব কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা। আর অভিযোগ, তখনই, (ভয়ে বা মাথা ঠিক রাখতে না-পেরেই হয়তো) পুলিস গুলি চালিয়ে দেয়। তাতে মৃত্যু ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মীর। ঘটনায় আহতও হন অনেকে। সেই শহিদদের ভোলেননি মমতা। সেই ১৩ জন শহিদকে আজও বছরের পর বছর ধরে স্মরণ করে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি, প্রতিবছর এই মঞ্চ থেকেই নিজের দলের কর্মীদের আগামীদিনের কাজের গাইডলাইনডও দেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিনেমার খবর

cinema TV

শাহরুখের 'জাওয়ান'-এ কাজ করার সুযোগ পেলেন না কিয়ারা?

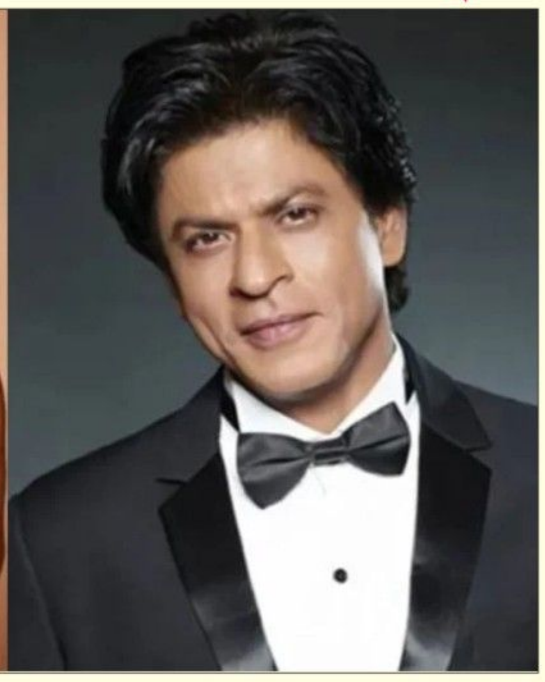

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কিয়ারা আদভানি, বলিউডের এই প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী। ২০১৪ সালে 'ফুগলি' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন কিয়ারা। এরপর 'এমএস ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি', 'কবির সিংহ'-এর মতো ছবিতে কাজ করে দর্শকের নজর কেড়েছেন তিনি। এখনও বলিউডে অভিষেকের ১০ বছর পূর্ণ হয়নি। তার আগেই অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন কিয়ারা। কাজ করেছেন শহিদ কাপুর, অক্ষয় কুমার, অনিল কাপুরের মতো তারকা অভিনেতাদের সঙ্গে। এবার বলিউডের বাদশার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ এসেছিল কিয়ারার কাছে। জানা গিয়েছিল, শাহরুখ খানের 'জাওয়ান' ছবিতে একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যেতে চলেছে কিয়ারাকে। তবে এখন খবর, সে সুযোগ নাকি পাচ্ছেন না তিনি।

গত ১০ জুলাই মুক্তি পেয়েছে শাহরুখের 'জাওয়ান' সিনেমার প্রিভিউ। সেই প্রিভিউয়ে দেখা মিলেছে শাহরুখের। পাশাপাশি ঝলক দেখা গেছে দক্ষিণী তারকা নয়নতারা, বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের। রয়েছেন সান্য মালহোত্রা, প্রিয়ামণির মতো অভিনেত্রীরাও। খবর মিলেছিল, 'জাওয়ান'-এ শাহরুখের প্রমীলা বাহিনীতে যোগ দিতে চলেছেন কিয়ারাও। শুধু এক বিশেষ চরিত্রেই নয়, একটি গানেও নাকি দেখা যাবে কিয়ারাকে। এমনকি, গত সপ্তাহেই নাকি একাধিকবার ওয়াইআরএফ স্টুডিওতেও দেখা গিয়েছিল কিয়ারাকে। তবে সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী, এই গুঞ্জন নাকি একেবারেই সত্যি নয়। 'জাওয়ান'-এর কোনও বিশেষ চরিত্র বা গানে দেখা মিলবে না কিয়ারার। 'জাওয়ান' বড় মাপের ছবি হওয়ার কারণেই নাকি এই গুঞ্জন ছড়িয়েছে। তবে এই গুঞ্জনের মধ্যে কোনও সত্যতা নেই, দাবি ছবির নির্মাতাদের ঘনিষ্ঠ সূত্রের।

সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া 'জাওয়ান'-এর প্রিভিউয়ে একাধিক রূপে ধরা দিয়েছেন শাহরুখ। সেখানে যেমন 'বাহুবলী'র আদলে তার আগমন আছে, তেমন 'জোকার'-এর আদলে মুখোশের পিছনে সেই বাঁকা হাসিও আছে। আবার 'মুন নাইট'-এর মতো গোটা শরীরে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বর্শা হাতে ঘুরে দাঁড়ানোও আছে প্রিভিউয়ে। ছবির প্রচার ঝলকেই শাহরুখকে দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা। পাশাপাশি নজর কেড়েছেন নয়নতারা ও দীপিকাও। এক ঝলক দেখা গিয়েছে দক্ষিণী তারকা বিজয় সেতুপতি ও বলিউড অভিনেত্রী সান্য মালহোত্রাকে। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে অ্যাটলি পরিচালিত এই ছবি।

শাহরুখের সততা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কাজল, বিতর্ক তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী কাজল। ইন্ডাস্ট্রিতে তার বয়স তিন দশকেরও বেশি। বিগত এই ৩০ বছরে দর্শক ও অনুরাগীদের একাধিক হিট ছবি উপহার দিয়েছেন কাজল। সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতাও কম দেখেননি। বলিউডে কাজলের অন্যতম প্রিয় বন্ধু শাহরুখ খান। পর্দায় যেমন তারা অনুরাগীদের প্রিয় রোম্যান্টিক জুটি, বাস্তব জীবনেও একে অপরের ভীষণ ভাল বন্ধু তারা। একে অপরের সাফল্যে আনন্দিত হন, কঠিন সময়ে একে অপরের পাশে থাকেন।

কয়েক দশকের বন্ধুত্ব তাদের। দু'জনের সম্পর্ক যে অটুট, এ কথা একাধিকবার জনসমক্ষেই স্বীকার করেছেন দুই তারকা। তা সত্ত্বেও সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখের সততা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কাজল।

চলতি বছরের শুরুতে মুক্তি পেয়েছে শাহরুখ খানের সিনেমা 'পাঠান'। ২০১৮ সালের শেষের দিকে মুক্তি পেয়েছিল 'জিরো'। আনন্দ এল রাই পরিচালিত ওই ছবি মুখ থুবড়ে পড়েছিল বক্স অফিসে। তারপরই করোনা মহামারীর কোপ, সঙ্গে লকডাউন। চার বছরের বেশি সময় পর্দায় দেখা যায়নি শাহরুখকে। 'পাঠান'-এর মাধ্যমে সেই অর্থে বড় পর্দায় প্রত্যাবর্তন করেন বলিউড বাদশা। ছবিতে রাজার মতো ফিরে এসেছেন শাহরুখ। যশরাজ ফিল্মস প্রযোজিত ও সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত অ্যাকশন থ্রিলার ঘরানার এই ছবিতে শাহরুখকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সকলেই। দেশ ও বিদেশের বক্স অফিস মিলিয়ে প্রায় ১১০০ কোটির রুপির ব্যবসা করেছে 'পাঠান', যা সাম্প্রতিক অতীতে হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে বেনজির। আর ছবির এই পরিসংখ্যান নিয়েই প্রশ্ন তুলে তুলেছেন কাজল। সত্যিই কি 'পাঠান' ১১০০ কোটি রুপির ব্যবসা করেছে? বন্ধু শাহরুখকে এই প্রশ্নই করতে চান কাজল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কাজলকে জিজ্ঞাসা করা হয়, শাহরুখকে কী প্রশ্ন করতে চান তিনি। উত্তরে কাজল বলেন, "আমি শাহরুখকে জিজ্ঞাসা করব 'পাঠান' আসলে কত রুপির ব্যবসা করেছিল?"

কাজলের এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে জল্পনা। তবে কি সত্যিই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে 'পাঠান'-এর ব্যবসার অংক, উঠেছে এমন প্রশ্নও।

সম্প্রতি বড় পর্দা থেকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে পা রেখেছেন কাজল। ১৪ জুলাই মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত ওয়েব সিরিজ 'দ্য ট্রায়াল'। এই সিরিজে আইনজীবী নয়নিকা সেনগুপ্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কাজল। দম্পতির ভূমিকায় কাজলের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন টলিউডের যিশু সেনগুপ্ত।

অভিনেত্রীর গায়ের রং নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগ অক্ষয়ের বিরুদ্ধে

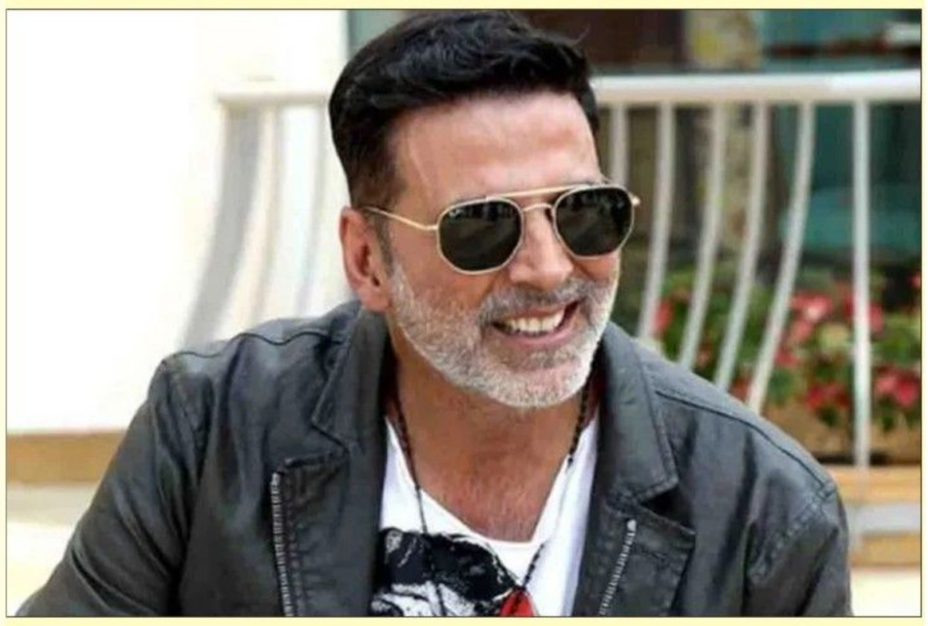

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : জনসমক্ষে গায়ের রং নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছে বলিউড তারকা অক্ষয় কুমারের বিরুদ্ধে। নব্বইয়ের দশকে 'ইক্কে পে ইক্কা' ছবিতে দক্ষিণী অভিনেত্রী শান্তি প্রিয়ার সঙ্গে কাজ করেছিলেন তিনি। সম্প্রতি ওই অভিনেত্রী অভিযোগ করেন, ওই ছবির সেটেই তার উদ্দেশে আপত্তিকর মন্তব্য করেন অক্ষয়।

গত ৩০ বছরে অক্ষয় কুমার একের পর এক সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছেন দর্শক ও অনুরাগীদের। যদিও সাম্প্রতিক অতীতে সেই ঝুলিতে ফ্লপের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তবে হিট-ফ্লপের অঙ্ক পেরিয়েও চর্চায় থেকেছেন অক্ষয়। তাকে ঘিরে রয়েছে একাধিক বিতর্ক।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শান্তি প্রিয়া জানান, 'ইক্কে পে ইক্কা' ছবির শুটিং চলাকালীন তার ত্বকের রং নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন অক্ষয়। শান্তি প্রিয়া বলেন, ছবির ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যের শুটিং চলছিল কারখানার মতো একটি জায়গায়। আমার পায়ের হাঁটুর দিকের রং একটু শ্যামলা। আমার পোশাকের দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় আমি আমার গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে একটি স্টকিং পরেছিলাম। অভিনেত্রী বলেন, অক্ষয় সাধারণত বেশ মজার কথা বলেন। কিন্তু মজারও তো একটা সীমা আছে। হঠাৎ করে প্রায় একশো-দেড়শো মানুষের সামনে অক্ষয় আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি কোনোভাবে হাঁটুতে ধাক্কা খেয়েছি কি না। তার পরেই হাসতে হাসতে অক্ষয় বলেন, 'ইস! কী কালো হাঁটু!' অক্ষয়ের কথা শুনে বাকিরাও হাসতে শুরু করে।

ওই সাক্ষাৎকারেই শান্তি জানান, নব্বইয়ের দশকে দক্ষিণী বিনোদন জগতে অভিনেত্রীদের চেহারা নিয়ে কোনো বৈষম্য ছিল না। বরং খুব রোগা কাউকে কোনো চরিত্রে দরকার হলে মুম্বাইয়ের অভিনেত্রী খুঁজতেন নির্মাতারা। শান্তি প্রিয়ার এই অভিযোগ নিয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি অক্ষয়। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার পরবর্তী ছবি 'ওএমজি ২'-এর প্রথম ঝলক। আগামী আগস্টে মুক্তি পাবে ছবিটি।

এবার জিতের নায়িকা রুক্মিণী, আসছে 'বুমেরাং'

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : টলিউডের এই সময়ের ব্যস্ত নায়িকা রুক্মিণী মৈত্র। দেবের হাত ধরে তিনি রুপোলি দুনিয়ায় পা রেখেছিলেন, তাদের দুজনের মধ্যে প্রেম রয়েছে বলেও গুঞ্জন শোনা যায়। কারণ সব ছবিতেই রুক্মিণীর বিপরীতে দেবকে দেখা গেছে। তবে এবার জিৎ-এর সঙ্গে 'বুমেরাং' ছবিতে প্রথমবার জুটি বাঁধতে চলেছেন রুক্মিণী মৈত্র। সম্প্রতি হয়ে গেল এই সিনেমার শুভ মহরত। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই মুহূর্তের ছবি শেয়ার করলেন নায়ক-নায়িকা দুজনেই। শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন ভক্তরা। সেই সঙ্গে দেবের হাত ছেড়ে জিতের হাত ধরায় খুশি রুক্মিণীর ভক্তরাও। নেটিজেনদের কেউ কেউ বলছেন, দেবের থেকে জিৎয়ের সঙ্গেই ভালো মানায় রুক্মিণীকে। কারও মতে আবার, জিতের সঙ্গে নাকি দক্ষিণী নায়িকাকে বেশি মানাত। জিৎ প্রযোজিত এই ছবিটি পরিচালনা করছেন সৌভিক কুণ্ডু। ছবিতে দেখা যাবে দেবচন্দ্রিমাকেও। দেবচন্দ্রিমার বিপরীতে থাকছেন অভিনেতা সত্যম রায়চৌধুরী।

বিশ্বকাপ শেষে

দক্ষিণ আফ্রিকা উড়াল দিবে ভারত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলতি বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। সফরে দু'টি টেস্ট এবং তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলবে ভারত। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্ণাঙ্গ সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে দু'দেশের ক্রিকেট বোর্ড।

ভারতের মাটিতে ৫ অক্টোবর শুরু হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ১৯ নভেম্বর হবে ফাইনাল। বিশ্বকাপ শেষ করেই দক্ষিণ আফ্রিকা উড়াল দিবে ভারত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি দিয়ে সিরিজ শুরু করবে ভারত। ১০ ডিসেম্বর ডারবানে প্রথম টি-টোয়েন্টি অনুষ্ঠিত হবে। ১২ ডিসেম্বর কেবেরহাতে দ্বিতীয় ও ১৪ ডিসেম্বর জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি।

জোহানেসবার্গে ১৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ১৯ ডিসেম্বর কেবেরহাতে দ্বিতীয় ও ২১ ডিসেম্বর পার্লে হবে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে।

সেঞ্চুরিয়নে ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। যা বক্সিং ডে টেস্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। কেপটাউনে ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট। টেস্ট দু'টি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব জয় শাহ বলেন, 'এই টেস্ট সিরিজ শুধুমাত্র ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দু'টি শক্তিশালী দলের মধ্যে লড়াই নয়, এটি মহাত্মা গান্ধী এবং নেলসন ম্যান্ডেলার মতো দুই মহান নেতাকে সম্মান জানানো। দু'টি দেশকে গড়ে তোলার পেছনে এই দু'জন মানুষের অনেক অবদান রয়েছে। আশা করছি, ঐ দু'টি টেস্ট খুবই আকর্ষণীয় হবে।'

২০২১-২২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট এবং ওয়ানডে সিরিজ হেরেছিল ভারত।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভারতের সূচি ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ : প্রথম টি-টোয়েন্টি, ডারবান

১২ ডিসেম্বর ২০২৩ : দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি, কেবেরহা

১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ : দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি, জোহানেসবার্গ

১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ : প্রথম ওয়ানডে, জোহানেসবার্গ

১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ : দ্বিতীয় ওয়ানডে, কেবেরহা

২১ ডিসেম্বর ২০২৩ : তৃতীয় ওয়ানডে, পার্ল

২৬-৩০ ডিসেম্বর : প্রথম টেস্ট, সেঞ্চুরিয়ান

৩-৭ জানুয়ারি : দ্বিতীয় টেস্ট, কেপ টাউন

ভারতে পাকিস্তানের টিম বাসে

হামলা হয়েছিল, দাবি আফ্রিদির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বাসে হামলা হয়েছিল বলে দাবি করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি। তিনি জানান, ২০০৫ সালে ব্যাঙ্গালুরুতে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ জয়ের পর পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বাসে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। খবর টিভি নাইনের।

সম্প্রতি পাকিস্তানের আরেক সাবেক অলরাউন্ডার আব্দুল রাজ্জাকের সাথে গণমাধ্যমে কথা বলার সময় এই দাবি করেন আফ্রিদি। তিনি বলেন, 'আমাদের জন্য সেটা একটা চাপের মুহূর্ত ছিল। আমরা ছক্কা-চার মারতাম এবং কেউ আমাদের জন্য হাততালি দিতো না। আবদুল রাজ্জাকের যদি মনে থাকে, আমরা যখন ব্যাঙ্গালুরুতে টেস্ট ম্যাচ জিতেছিলাম, তখন আমাদের বাসে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছিল।'

তিনি আরও বলেন, 'চাপ সবসময় আছে এবং সেই চাপ আপনার উপভোগ করা উচিত। অনেকেই বলছেন, পাকিস্তান দল যেন ভারতে না যায়। আমি এর সম্পূর্ণ বিরোধী। আমি মনে করি, আমাদের সেখানে গিয়ে ম্যাচ জেতা উচিত।'

ভারতের মাটিতে এ বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের খেলা এখনও অনিশ্চিত। রাজনৈতিক কারণে জাতীয় দলের ভারত সফরের এখনও দেয়নি পাকিস্তান সরকার। তবে সম্প্রতি বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি দেন পাকিস্তানের ক্রীড়া মন্ত্রী এহসান মাজারি। কিন্তু বিশ্বকাপের বয়কটের পক্ষে নন ৪৩ বছর বয়সী আফ্রিদি। তিনি বলেন, 'অনেকেই বলছে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাওয়া উচিত নয় পাকিস্তানের। বিশ্বকাপ বয়কট করা উচিত। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ এটির বিরোধীতা করছি। আমি মনে করি আমাদের সেখানে গিয়ে খেলা উচিত এবং তাদেরকে হারিয়ে ম্যাচ জয় করা উচিত।' -বাসস।

আবারও পিএসজিতে

ফিরছেন সিমোন্স

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিজ দেশের ক্লাবে এক বছর কাটিয়ে ফ্রান্সে ফিরছেন চাভি সিমোন্স। পুনরায় পিএসজিতে যোগ দিতে পিএসভি আইন্দহোভেন ছেড়ে গেছেন এই ডাচ মিডফিল্ডার। ডাচ ক্লাবটি এক বিবৃতিতে জানায়, পিএসজিতে চুক্তির কাজ সম্পন্ন করতে অনুশীলন ক্যাম্প ছেড়ে গেছেন ২০ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

বার্সেলোনার একাডেমিতে বেড়ে ওঠা সিমোন্স ২০১৯ সালে যোগ দেন পিএসজিতে। সেখানেই ২০২১ সালে পেশাদার ফুটবলে অভিষেক হয় তার। গত বছরের জুনে পাঁচ বছরের চুক্তিতে তিনি পাড়ি দেন পিএসভিতে। তবে সেখানে থাকলেন মাত্র এক বছর।

গত মৌসুমে নেদারল্যান্ডসের শীর্ষ লিগে পিএসভির দ্বিতীয় হওয়ায় বড় অবদান ছিল সিমোন্সের। লিগে ৩৪ ম্যাচে ১৯ গোল করার পাশাপাশি ৮টি অ্যাস্টিস্ট করেন তিনি। জেতেন লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার। স্বদেশের ক্লাবটিতে তিনি জেতেন কেএনভিবি কাপ ও ইয়োহান ক্রুইগ শিল্ড।

মেসিকে অন্যভাবে

পরিচয় করালো মায়ামি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সব কিছু আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, বাকি শুধু আনুষ্ঠানিকতা। সেই আনুষ্ঠানিকতার প্রথম ধাপ শেষ করে ফেললেন লিওনেল মেসি। বাংলাদেশ সময় শনিবার মধ্যরাতে মেসির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়। আমেরিকান মেজর লিগ (এমএলএস) ক্লাবটির সঙ্গে বিশ্বজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়কের তিন বছরের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার মধ্যরাতে মায়ামির দর্শকদের সামনে হাজির হন এই মহাতারকা।

ইন্টার মায়ামিতে খেলবেন লিওনেল মেসি- গেল মাসে এই ঘোষণা আসলেও প্রথমবারের মতো এমএলএসে তার যোগ দেবার খবর অফিসিয়ালি প্রকাশ করলো ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ইন্টার মায়ামির সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৪১ সেকেন্ডের এক ভিডিও প্রকাশ করেছে বেকহ্যামের দল।

যেখানে মেসির গায়ে ছিল ইন্টার মিয়ামির গোলাপি জার্সি। দারুণ এক ভিডিওর মাধ্যমে সুরে-ছন্দে উপস্থাপন করা হয়েছে সাতবারের ব্যালন ডি'অর বিজয়ীকে। কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টাইন দলের সেলিব্রেশনে সংগীতে পরিণত হওয়া 'মুচাসোস'-এর সুরে ভিডিওতে হাজির হন মেসি।

সেই ভিডিওচিত্রে দেখা যায়, হুডিতে মুখ ঢাকা এক ব্যক্তি মিয়ামির স্টেডিয়ামে হাজির হয়ে গোলাপি স্প্রে দিয়ে মেসির নাম লিখছেন। এরপর সেই ব্যক্তি এক বড় পর্দার সামনে বসে পড়েন। আর সেই পর্দায় হাজির হন ইন্টার মিয়ামির জার্সি গায়ে চাপানো লিওনেল মেসি। হাস্যোজ্জ্বল মেসি মিয়ামির সমর্থকদের উদ্দেশে স্প্যানিশ ভাষায় বলেন, 'সি, মুচাসোস... মিয়ামিতে দেখা হচ্ছে।'

২০২৫ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল মাতাবেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মহাতারকা। তবে চাইলেই দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ক্লাবটিতে থাকতে পারবেন তিনি।

এশিয়ান গেমস: ভারতের নেতা

ঋতুরাজ, ডাক পেলেন রিঙ্কু সিং

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়ান গেমসে ভারতের অধিনায়কের দায়িত্ব পেতে পারেন শিখর ধাওয়ান বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচকরা আস্থা রাখলেন আইপিএলে দুর্দান্ত খেলা ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের উপর। চীনের হাংঝুতে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এশিয়ান গেমস। এই ইভেন্টে ভারতীয় দলে অবশেষে ডাক পেলেন আর এক তরুণ তুর্কি রিঙ্কু সিং। উইকেটরক্ষক হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে জীতেশ শর্মাকে। অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ। তাই এশিয়ান গেমসে একদম নতুন ও তরুণ দল বেছে নিয়েছেন ভারতীয় নির্বাচকরা। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে নিশ্চিত ক্রিকেটারদের কাউকে দলে রাখা হয়নি। বলা ভাল 'বি টিম' পাঠাচ্ছে ভারত। ওয়েস্ট ইন্ডিজে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে শতরান করা যশস্বী জয়সওয়াল দলে সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া তিলক ভার্মা, রবি বিষ্ণোই, অর্শদীপ সিংরা দলে আছেন। বোর্ডের তরফ থেকে বলা হয়েছে, টি-২০ ফর্মাটে খেলা হবে। যা শুরু হবে ২৮ সেপ্টেম্বর। শেষ হবে ৮ অক্টোবর। ২০১৪ সালে শেষবার এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট দেখা গিয়েছিল। সেবার অবশ্য ভারত অংশ নেয়নি। এবার ভারতের পুরুষ ও নারী দল অংশ নিচ্ছে। ভারতীয় দল: ঋতুরাজ গায়কোয়াড় (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, রাহুল ত্রিপাঠী, তিলক বর্মা, রিঙ্কু সিং, জীতেশ শর্মা (উইকেটরক্ষক), ওয়াশিংটন সুন্দর, শাহবাজ আহমেদ, রবি বিষ্ণোই, আবেশ খান, অর্শদীপ সিং, মুকেশ কুমার, শিভম মাভি, শিবম দুবে, প্রভসিমরন সিং (উইকেটরক্ষক)। স্ট্যান্ডবাই: যশ ঠাকুর, সাই কিশোর, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, দীপক হুডা, সাই সুদর্শন। ঘোষণা করা হয়েছে নারী দলও। সেই দলে আছেন: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ, আমানজ্যোত কৌর, দেবিকা বৈদ্য, অঞ্জলি সর্বানী, তিতাস সাধু, রাজ্যেশ্বরী গায়কোয়াড়, মিন্নু মানি, কণিকা আহুজা, উমা ছেত্রী, অনুষা বারেড্ডি।

আরসিবি কথা রাখেনি,

দু'বছর পর মুখ খুললেন ক্ষুব্ধ চাহাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আট বছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) হয়ে আইপিএল খেলেছেন যুজবেন্দ্র চাহাল। ২০২১ সালের আইপিএলের পর হঠাৎ তাকে ছেঁটে ফেলেছিল বিরাট কোহলিদের ফ্র্যাঞ্চাইজি। আকস্মিক এমন ঘটনায় আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। প্রায় দু'বছর পর তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। আরসিবির বিরুদ্ধে তার অভিযোগ, এই ফ্র্যাঞ্চাইজি কথা দিয়ে কথা রাখেনি।

৩২ বছরের লেগ স্পিনার এখনও জানেন না, কেন তাকে রাখেনি বেঙ্গালুরু। এখন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএল খেলেন তিনি। ধারাবাহিকভাবে সাফল্যও পাচ্ছেন। বছর দু'য়েক আগের সেই অভিজ্ঞতার কথা সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন চাহাল।

তিনি বলেন, ঘটনাটা আমার খুব খারাপ লেগেছিল। ২০১৪ সালে বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলা শুরু করেছিলাম। আট বছর খেলেছি। কিন্তু তারপর অনেকের মুখে শুনেছিলাম, ওরা আমাকে আর রাখবে না। কারণ, আমি নাকি প্রচুর টাকা চেয়েছিলাম। তাই আমাকেও মুখ খুলতে হচ্ছে। টাকা কেন, কিছুই চাইনি আমি। কারণ, খুব ভাল করে জানি আমার প্রাপ্য ঠিক কতটা। সব থেকে খারাপ লেগেছিল, সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে আরসিবি কর্তৃপক্ষ একটা ফোনও করেননি আমাকে। কিছুই জানানো হয়নি আমাকে। জানি না কেন বাদ দেওয়া হয়েছিল।

আরসিবির উপর এই অভিমান যে সহজে যাওয়ার কথা নয়, চাহালের কথাতে তা পরিষ্কার। তিনি বলেছেন, বেঙ্গালুরুর হয়ে প্রায় ১৪০টা ম্যাচ খেলেছি। অথচ তারা একটা যোগাযোগ পর্যন্ত করলেন না। আমাকে কথা দেওয়া হয়েছিল, নিলামে আমার জন্য সব কিছু দিয়ে ঝাঁপাবে। কিন্তু নিলামের দিন যা হলো, তারপর মাথা গরম হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে এখনও চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম (আরসিবির ঘরের মাঠ) আমার প্রিয়। আট বছর আমার ঘরের মাঠ ছিল ওটা।

২০২২ সালের নিলামে চাহালকে ৬ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে কিনেছিল রাজস্থান রয়্যালস। সঞ্জু স্যামসনের দলে এখন ভাল আছেন তিনি। এই লেগ স্পিনার বলেছেন, যা হয় ভালর জন্যই হয়। রাজস্থানে যোগ দেওয়ার পর আমার আরও উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে শেষ দিকের ওভারগুলোয় এখন ভাল বল করতে পারি। আরসিবি আমাকে খুব বেশি হলে ১৬ বা ১৭ ওভার পর্যন্ত বল করতে দিত। রাজস্থানে শেষ ওভারেও বল করার সুযোগ পাচ্ছি। বলতে পারেন আমার ক্রিকেটের পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ উন্নতি হয়েছে রাজস্থানে আসার পর। একটা সময় বুঝতে পেরেছি, যা হয় আসলে ভালর জন্যই হয়। অনেকেই তো একটা দলে ১০ বছর খেলার পর অন্য দলে চলে যায়। খারাপ কী? পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে এগুলো মানিয়ে নিতে হয়।

কতটা পার্থক্য আইপিএলের দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে? এমন প্রশ্নে চাহাল বলেছেন, আরসিবির সঙ্গে একটা মানসিক যোগ ছিল। রাজস্থানে এসে ক্রিকেটার হিসেবে উন্নত হয়েছি।

আয়ারল্যান্ড সিরিজে

ফিরতে পারেন বুমরাহ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় দলের পেস আক্রমনের অন্যতম ভরসার নাম জাশপ্রীত বুমরাহ। গতবছর থেকে মাঠের বাইরে তিনি। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। তবে দ্রুত মাঠে ফিরতে চলেছেন এই পেসার। আয়ারল্যান্ড সিরিজে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন বুমরাহ। বেঙ্গালুরুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে প্যাকটিস করছেন তিনি। একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সেখানে বুমরাহকে আবার আগের মতো পুরোদমে বল করতে দেখা যাচ্ছে। ইন্ডিয়ান গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, আয়ারল্যান্ড সিরিজে দলে ফিরতে পারেন বুমবুম। এই সিরিজে দ্বিতীয় সারির দল পাঠাবে বোর্ড। যেভাবে উন্নতি করছেন ভারতীয় পেসার, আগস্ট মাসে মাঠে ফেরার সম্ভাবনা প্রবল। শোনা যাচ্ছে, কয়েকটা প্যাকটিস ম্যাচেও খেলবেন বুমরাহ। বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন, এইধরনের চোটের ক্ষেত্রে টাইমলাইন সেট করা যায় না। ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ দরকার। তবে বুমরাহ উন্নতি করছে। এনসিএর নেটে সাত ওভার বল করেছে। শুরুতে হালকা ওয়ার্কআউট করছে। পরের মাসে কয়েকটা প্যাকটিস ম্যাচ খেলবে। তখন তার ফিটনেস পরীক্ষা করা হবে।

টিম ইন্ডিয়ার সাবেক স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ রামজি শ্রীনিবাসন জানান, বুমরাহকে মাঠে ফেরাতে কোনও তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক : ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR